দৈনিক সংবাদ

063

তারিখ 14 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ছাত্রছাত্রীরা বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছে না

পৌনে ৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ হাজারের বেশী নলকূপ অকেজো

।। হাবিবুর রহমান স্বপন ।।

সাঁথিয়া (পাবনা), ১৩ই নভেম্বর।—উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৩ হাজার ৭শ' ৪১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত নলকূপের মধ্যে ৩ হাজার ১শ' ১৮টিই নষ্ট। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৯৮২-৮৩ ও '৮৩-৮৪ অর্থ-বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফেসি-লিটিজ ডিপার্টমেন্ট উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ৩ হাজার ৭শ ৪১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী তথা এলাকার জন-সাধারণের জন্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপন করে।

ইউনিসেফ প্রদত্ত নলকূপ-গুলো রক্ষণাবেক্ষণসহ পুরোপুরি তদারকির দায়িত্ব থাকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের ওপর। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর নলকূপ, যা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্থাপন করা হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগকে দেওয়া হয়নি। উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের গুদামে পাঠানো যন্ত্রাংশ তালিকায়ও তার উল্লেখ নেই। নষ্ট হয়ে থাকা এ সমস্ত নল-কূপের মধ্যে ২ হাজার ৭শ' ১৮টি পুনঃস্থাপন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

এদিকে বিদ্যালয়সমূহের জন্য যে আনুষঙ্গিক খরচাদির তহবিল দেয়া হয় তাতে চক-ডাষ্টার কেনাই দুষ্কর। ফলে নলকূপ মেরামত ব্যবস্থাও তাদের পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না।

অপরদিকে ফেসিলিটিজ ডিপার্ট-মেন্টের উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের উপজেলা পরিষদের ডেপুটেশনে আনা হয়েছে, ফলে এই দপ্তরের কাজকর্মে সমন্বয়ের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উপজেলা পরিষদসমূহও তাদের উন্নয়ন তহবিল থেকে নলকূপ মেরামত বাবদ অর্থ বরাদ্দ করতে পারছে না। কারণ এ ধরনের খাতে অর্থ বরাদ্দের কোন বিধান নেই। দুয়েকটি উপজেলা পরিষদ তাদের রাজস্ব আয় থেকে গুটি-কয়েক নলকূপ মেরামত করেছে।

গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত এই সমস্ত নলকূপ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামবাসী উপকৃত হয়। কিন্তু নলকূপগুলো নষ্ট হওয়ায় গ্রামবাসীরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশুদ্ধ পানির অভাবে দেখা দিয়েছে পেটের পীড়া।

পায়খানা-প্রস্রাবখানা সংস্কার নেই

ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট '৮৪-৮৫ অর্থবছরে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার দেড় হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে জোড়া পায়খানা স্থাপন করে, সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছোট "শো কয়েল" এবং "ইনসপেকশন চেম্বার" স্থাপন করে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয় এ সমস্ত জোড়া পায়খানা ও প্রস্রাবখানা। পায়খানা-প্রস্রাবখানাগুলো এবারও গতবারের ন্যায় ডুবে যায়। ধসে গেছে বেশ কিছু ইনসপেক-শন চেম্বার ও শো কয়েল। ফলে মল-মূত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। দূষিত হয়েছে পরিবেশ। জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পায়খানা-প্রস্রাবখানা-গুলো সংস্কারের কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি নেয়া হয়নি। প্রায় ৫শ' পায়খানা প্রস্রাবখানা জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা দরকার বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে।